# জিন্দালদের হাত ধরে শালবনিতে আরও ২৫০০ কোটি টাকা লগ্নি আগামী চার বছরে

**এই সময়:** জিন্দাল গোষ্ঠীর হাত ধরে রাজ্যে আগামী চার বছরে নতুন প্রায় ২৫০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ আসতে চলেছে। রঙ তৈরির কারখানা, সিমেন্ট কারখানার সম্প্রসারণ এবং সৌর শক্তির খামার গড়ে তুলতে এই অর্থ লগ্নি হবে পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনিতে। পাশাপাশি, শালবনির জমিতে অর্থকরী ফসল উৎপাদনের জন্য একটি কৃষি প্রকল্পও জিন্দালরা হাতে নিয়েছে। এই প্রকল্পের জন্য স্থানীয় ১০০ বাসিন্দাকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজ চলছে। প্রসঙ্গত, শালবনিতে সব মিলিয়ে প্রায় ৪৩৩৪ একর জমি রয়েছে জেএসডব্লিউ গোষ্ঠীর হাতে। তার মধ্যে ১৩৫ একর জমিতে ৭০০ কোটি টাকার মতো বিনিয়োগ করে বছরে ২৪ লক্ষ টন উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন একটি সিমেন্ট কারখানা তারা গড়ে তুলেছে। এটি রাজ্যের বৃহত্তম সিমেন্ট কারখানা।

বুধবার কলকাতায় জেএসডব্লিউ সিমেন্ট-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর পার্থ জিন্দাল বলেন, 'শালবনিতে আমাদের কারখানায় উৎপাদন চালু হয়ে গিয়েছে। ওই কারখানার উৎপাদনক্ষমতা দ্বিগুণ করতে আমরা ২০১৯ সালে সম্প্রসারণ প্রকল্পের নির্মাণকাজ শুরু করব। এতে লগ্নি হবে প্রায় ৬০০ কোটি টাকা। প্রায় ওই একই সময়ে আমরা শালবনিতে ডেকোরেটিভ রঙ তৈরির একটি কারখানার নির্মাণ শুরু করব, যাতে বিনিয়োগ হবে প্রায় ১,০০০ কোটি টাকা। শালবনিতে আমাদের হাতে থাকা জমিতে শিল্প পার্ক গড়ে তুলতে আমরা রাজ্য সরকারকে প্রস্তাব দেব।' শালবনিতে ফিনিশড্ কোটেড ইস্পাত নির্মাণের একটি কারখানা গড়ে তোলার পরিকল্পনাও জিন্দালদের রয়েছে। সমস্ত প্রকল্পই নির্মাণকাজ শুরু হওয়ার পর থেকে ১৪ মাসের মধ্যে বাস্তবায়িত হবে।

তিনি জানান, সিমেন্ট, রঙ কারখানা ও সৌর শক্তির খামার তৈরির জন্য তাঁদের বড়জোর ১৫০০ একরের মতো জমি প্রয়োজন। সরকার কি বাড়তি জমি আপনাদের ফিরিয়ে দিতে বলেছেন? পার্থের জবাব, 'জমি ফেরতের বিষয়ে কোনও আলোচনা হয়নি। আপাতত, সরকার আমাদের প্রকল্পগুলির বাস্তবায়ন দেখতে অত্যন্ত উৎসাহী। তবে সমস্ত জমি ব্যবহার করার কোনও পরিকল্পনা আমাদের নেই। একই সঙ্গে আমরা চাই শালবনিতে আরও শিল্প আসুক। তাই রাজ্য সরকারকে আমরা শালবনিতে আমাদের হাতে থাকা জমিতে শিল্প পার্ক গড়ে তোলার প্রস্তাব দেব। শিল্প গড়ার জন্য শালবনি খুবই অনুকূল।'

প্রায় এক দশক আগে পূর্বতন বাম সরকারের আমলে শালবনিতে ইস্পাত, বিদ্যুৎ ও সিমেন্ট কারখানা গড়ে তুলতে ৪০,০০০ কোটি টাকা লগ্নি করার কথা ঘোষণা করেছিলেন জেএসডব্লিউ গোষ্ঠীর কর্ণধার সজ্জন জিন্দাল। তার পর বিশ্ব জুড়ে আর্থিক মন্দা, লৌহ আকরিকের খনি না পাওয়া ইত্যাদি নানাবিধ কারণে ২০১৫-র ডিসেম্বর পর্যন্ত সেখানে প্রকল্প গড়ার কাজ এক ছটাকও এগোয়নি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গত বছরের জানুয়ারিতে সিমেন্ট কারখানা নির্মাণের শিলান্যাস করেন। পার্থের কথায়, 'পশ্চিমবঙ্গে বছরে সিমেন্টের চাহিদা ২ কোটি টনের মতো, সেখানে এই রাজ্যে উৎপাদিত হয় ১ কোটি ১০ লক্ষ টন। অর্থাৎ, চাহিদার তুলনায় রাজ্যে উৎপাদন অনেকটাই কম। সেই কারণেই আমরা শালবনিতে কারখানা গড়ে তুলেছি এবং তার বর্তমান উৎপাদনক্ষমতা দ্বিগুণ করারও সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

শালবনিতে ২০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন একটি সৌর শক্তির খামার গড়ে তুলতে বিদেশি সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনকারী কয়েকটি সংস্থার সঙ্গে জিন্দালদের আলোচনা অগ্রিম স্তরে রয়েছে। কারও সঙ্গে এ ব্যাপারে চুক্তি হলে, শালবনিতে তাদের খামার গড়তে জমি দেবে জেএসডব্লিউ গোষ্ঠী।

পার্থ বলেন, 'সংশ্লিষ্ট সংস্থা সেখানে খামার গড়তে বিনিয়োগ করবে যা মেগাওয়াট পিছু ৪ কোটি টাকা ধরলে দাঁড়াবে ৮০০ কোটি টাকা। জিন্দাল পাওয়ার ওই সংস্থার সঙ্গে ২৫ বছরের বিদ্যুৎ ক্রয় চুক্তি করবে। সে ক্ষেত্রে আমাদের বর্তমানে বিদ্যুৎ খরচ ইউনিট প্রতি ৬ টাকা ৭০ পয়সা থেকে কমে ৩ টাকার নিচে চলে যাবে।' সৌর শক্তি খামার কোনও কারণে গড়ে তোলা সম্ভব না হলে, জেএসডব্লিউ পাওয়ার শালবনিতে তিনটি ১৮ মেগাওয়াটের ক্যাপটিভ ইউনিট তৈরি করবে।

শালবনিতে সিমেন্ট তৈরির জন্য জামশেদপুরের টাটা স্টিল কারখানা থেকে স্লাগ নিচ্ছে জেএসডব্লিউ সিমেন্ট। আর ক্লিঙ্কার আপাতত আগামী তিন বছর আমদানি করা হবে জাপান ও ভিয়েতনাম থেকে।